তারিখ ... 2 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২ ...

সমকাল

এমপিওভুক্তি নিয়ে অভিনব প্রতারণা!

■ সাব্বির নেওয়াজ

সারাদেশে মাধ্যমিক স্তরের এমপিওভুক্তি নিয়ে অভিনব প্রতারণায় মেতেছে একটি চক্র। এই চক্র মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এক পরিচালকের নামে শতাধিক ভুয়া চিঠি ইস্যু করেছে। এসব চিঠি ইস্যু করা হয়েছে মাউশির আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-পরিচালকদের বরাবর। এই প্রক্রিয়ায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী এরই মধ্যে এমপিওভুক্ত হয়ে গেছেন বলে আশঙ্কা করছে মাউশি।

মান্থলি পে-অর্ডার (এমপিও) করাতে এই অভিনব প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন ঠাকুরগাঁও ও গাইবান্ধার কয়েকজন শিক্ষক। সম্প্রতি এ দুই জেলার দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের বিরুদ্ধে প্রতারণার প্রমাণ মিলেছে। তাদের মধ্যে চারজনকে হাতেনাতে ধরেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও এমপিও আইনে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

মাউশি সূত্র জানায়, বর্তমানে শিক্ষা ভবন থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। সারাদেশে মাউশির ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে। আর আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোর এক শ্রেণির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, প্রতারক চক্র ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের যোগসাজশে এ প্রতারণা করা হচ্ছে। প্রতারণার অংশ হিসেবে সবাই মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াস হোসেনের নাম ও স্বাক্ষর জাল করছেন। তার নামে চিঠি ইস্যু করছেন।

এ ব্যাপারে মাউশির পরিচালক প্রফেসর এলিয়াস হোসেন সমকালকে বলেন, এমপিও নিয়ে নানা ধরনের প্রতারণা হলেও এটি একটু ভিন্ন। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা আমার নাম ব্যবহার করে আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-পরিচালক (ডিডি) বরাবর চিঠি পাঠিয়েছেন। যার সঙ্গে আমার বা মাউশির কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তিনি বলেন, মাউশি থেকে এ সংক্রান্ত কোনো চিঠি দিলে তা মহাপরিচালকের দপ্তর থেকে সিল ও প্যাডে ইস্যু হয়। এসব চিঠিতে এ ধরনের কোনো সিল ও প্যাড ব্যবহার করা হয়নি। অভিযুক্তদের

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

এমপিওভুক্তি নিয়ে অভিনব

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বক্তব্য শোনার পর তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও এমপিও আইনে মামলা করা হবে।

প্রতারণার কিছু ঘটনা : গত বছরের ৫ জুন মাউশি থেকে রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের ডিডি বরাবর একটি চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কে কৈ কাশদহ দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) শামসুন্নাহার বেগম এমপিওভুক্তির জন্য গত ১৫ এপ্রিল আবেদন করেছেন। গত ১২ আগস্ট স্থানীয় সংসদ সদস্য একটি ডিমান্ড লেটার দিয়েছেন। যার স্মারক নং ১০০৪২। এই প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্যতা না থাকায় এমপিও দেওয়া সম্ভব না হলেও বর্তমান প্যাটার্ন অনুযায়ী শিক্ষক প্রাপ্যতা থাকায় এমপিওভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হলো। চিঠির অনুলিপি দেওয়া হয় জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, আঞ্চলিক কার্যালয়, মাদ্রাসা সুপারিনটেনডেন্ট ও আবেদনকারী শিক্ষককে। পুরো চিঠির একটি স্মারক নম্বর দেওয়া হয়, যার নম্বর ৪/জি ২৯২১/২০১৬/৫৩৭৩/৪। মাউশি পরিচালকের চিঠি দেখে উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তা আঞ্চলিক কার্যালয়ে পাঠান। চিঠিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের ডিডি রফিকুল ইসলাম হাতে পেয়ে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তা উচ্চতর যাচাইয়ের জন্য মাউশিতে ফেরত পাঠান। যাচাই-বাছাই করে চিঠির স্মারক নম্বর থেকে শুরু করে চিঠির সবকিছু ভুয়া বলে প্রমাণ পায় মাউশি। পুরো বিষয়ে বক্তব্য জানতে ওই মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্টকে একাধিকবার পত্র দিলেও তিনি মাউশিতে আসেননি। গত রোববার বক্তব্য দেওয়ার জন্য ওই মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সভাপতি আহমেদ আলীকে পাঠান তিনি। কিন্তু এর সঙ্গে তার ন্যূনতম সম্পৃক্ততা নেই দাবি করে আহমেদ আলী বলেন, 'আমি কেন এ কাজ করতে যাব? এটা করলে সুপারিনটেনডেন্ট করেছেন। মাউশি ডেকেছে, তাই এসেছি।'

এ ব্যাপারে প্রফেসর এলিয়াস হোসেন সমকালকে বলেন, 'চিঠিতে আমাকে তদন্ত কর্মকর্তা দেখানো হয়েছে। আমি যদি তদন্ত কর্মকর্তা হই, তাহলে আমার নামে চিঠি ইস্যু হওয়ার কথা নয়। কারণ তদন্ত কর্মকর্তা কোনো চিঠি ইস্যু করেন না। তিনি কেবল তদন্ত রিপোর্ট জমা দেন। বক্তব্য জানার জন্য সুপারিনটেনডেন্টকে চিঠি দিলে তিনি কখনও মেয়ের বিয়ে, কখনও অসুস্থ বলে সাড়া দিচ্ছেন না। আগামী ৫ মার্চ তাকে মাউশিতে আসতে চূড়ান্ত চিঠি দেওয়া হয়েছে। ওইদিন উপস্থিত না হলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'